দামুড়হুদার লোকনাথপুরে স্বামীর নির্যাতনে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে স্বামীর নির্যাতনে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ঘাতক স্বামী জাহান আলী পালাতক থাকলেও আটক করা হয়েছেন শাশুড়িকে।
ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার রাতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে। নিহত গৃহবধূ নুরজাহান খাতুন (৪২) দু’সন্তানের জননী।
নিহতের মা রহিমন বেগম জানান, তার মেয়েকে জামাই জাহান আলী ও তার শাশুড়ি নুরজাহান প্রায়ই নির্যাতন করতো।
নিহতের ভাই সুন্নত আলী জানান, এর আগে একবার আমার বোনকে তালাক দিয়েছিল। দুটি সন্তানের কথা ভেবে আবারও সংসার পাতিয়ে দেয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তবে জাহান আলী ছিল খুবই পাষণ্ড। আমার বোনটাকে সে মারধর করতো।
হাউলী ইউপি’র মেম্বর রিকাত আলী বলেন, গত রাতে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল গৃহবধূ নুরজাহানকে। এরপর সেখানে ভোর রাত ৪ টার দিকে মারা যায়। খবর পেয়ে সকালে দেখতে আসি।
নিহত গৃহবধূর শরীরের সমস্ত জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। মাথায় ও চোখে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছে। লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় নিহতের ভাই সুন্নত আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ে করেছে। এ ঘটনায় সিনিয়র সার্কেল (দামুড়হুদা-জীবননগর) আবু রাসেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান পরীক্ষাগুলো স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও মার্চেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা পরীক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অমিত হাসান বলেন, মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা নিতে হবে। করোনার কারণে এখন আর কোনও কিছুই থেমে নেই। ২০১৮ সালের পরীক্ষা আমরা ২০২১ সালে দিচ্ছিলাম। সেটাও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে, আমাদের পরীক্ষা কেন থামানো হলো। আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
শারমিন আক্তার বলেন, দাবি মানা না হলে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে এই আন্দোলনে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ২০ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের মুকুল

দামুড়হুদায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল। মুকুলের গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম-গঞ্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব।
উপজেলা সদরসহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। বাতাসে মুকুলের সুবাস বইছে। মুকুলগুলো যেনো নষ্ট না হয় সে জন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন।

শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি ডাক আর মৌমাছির গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুরব্যঞ্জনা।
উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগানসহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ। গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনের। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা।
বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দামুড়হুদা সদরের আম চাষী আকতার মন্ডল বলেন, গতবছর ৭ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা আম্পান ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়, তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে ক্ষতিতে ছিলাম।
৪ দাগে ১৪ বিঘা জমিতে এবার আম্রপালিও হিমসাগর গাছ লাগিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে। আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি তুলে লাভবান হতে পারবো।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, আমরা সব সময় আম চাষীদের সকল ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি। প্রয়োজনে আমরা সব সময় তাদের পাশে আছি। এ বছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।

কুমারখালীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রেশমা নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার হোগলাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ির পাশের আবর্জনার স্তুপ থেকে এই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এলাকাবাসী জানান, এক বছর আগে কুমারখালীর হোগলাপাড়া গ্রামের ওহাবের ছেলে সুমনের সঙ্গে তেবাড়িয়া গ্রামের রেফাজের মেয়ে রেশমার বিয়ে হয়। সুমন মাদকাসক্ত থাকায় বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রেশমা নিখোঁজ ছিল। গতকাল শনিবার ভোরে বাড়ির পাশে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খড়ের আবর্জনা সরালে নিহত রেশমার লাশ দেখতে পাওয়া যায়। থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।
রেশমার পরিবারের সদস্যদের দাবি, মাদকাসক্ত স্বামী তাকে নির্যাতন করে হত্যার পর মৃতদেহ আবর্জনায় মধ্যে চাপা দিয়ে রাখে। কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছে। তাকে ধরতে জোর চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।

আজকের বাংলাদেশ এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আজকের বাংলাদেশ এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

শনিবার বিকাল ৪টায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সরকারপ্রধান এ কথা বলেন। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করা উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গতকাল (২৬ ফেব্রুয়ারি) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, সমগ্র জাতির জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আমাদের এই উত্তরণ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন আমরা সর্বকালের

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। আমরা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের দ্বারপ্রান্তে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য এ উত্তরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ কৃতিত্ব এ দেশের আপামর জনসাধারণের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছি। এই অর্জনকে দেশের নতুন প্রজন্মকে উৎসর্গ করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে। আমাদের এ অর্জনকে সুসংহত এবং টেকসই করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ ধাপ বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

ফসলি জমিতে যুবকের গলাকাটা লাশ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের (৩০) গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে পানাউল্লাহরচর এলাকার ফসলি জমি থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

হত্যার উদ্দেশেই দুর্বৃত্তরা ওই যুবককে অন্য কোথাও থেকে এখানে এনে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রেখে গেছে বলে মনে করছে পুলিশ

স্থানীয়রা জানান, নিহত যুবকের পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তিনি অন্য কোথাও সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতেন। হত্যার উদ্দেশেই দুর্বৃত্তরা তাকে অন্য কোথাও থেকে এখানে এনে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রেখে গেছে বলে সন্দেহ এলাকাবাসীর।

ভৈরব থানার ওসি মো. শাহিন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ওই যুবকের

গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য’

কারাগারে লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুকে অনভিপ্রেত হিসাবে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, আমি তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। সেখানে কারা কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি ছিল কি না- সেটা খুঁজে দেখা যেতে পারে।
শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুরপাড় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
মুশতাক আহমেদের মৃত্যু প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার যাতে না হয় সেটির জন্য আমরা সচেতন আছি, বিশেষত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যাতে এই আইনের অপব্যবহার না হয়, সেজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় ও আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় সচেতন আছি এবং কোনোখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়, বলেন তথ্যমন্ত্রী।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হচ্ছে বাংলাদেশের সব মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। ডিজিটাল বিষয়টা আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগে ছিল না, সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টিও ছিল না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অনলাইনে যখন একজন সাংবাদিকের চরিত্র হনন করা হয়, একজন গৃহিণীকে যখন অপবাদ দেওয়া হয়, একজন সাধারণ মানুষ যখন ডিজিটাল আক্রমণের শিকার হন, তিনি কোন আইনে প্রতিকার পাবেন, তখন কোন আইনের বলে সে নিরাপত্তা

পাবে, সেজন্য একটা আইনের দরকার। এ জন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারের ভেতরেই মুশতাক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ৮টা ২০ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মুশতাক নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার ছোট বালাপুর এলাকার মো. আবদুর রাজ্জাকের ছেলে। ঢাকা মেট্রোপলিটনের রমনা মডেল থানার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গত বছরের ৬ মে ঢাকা জেলে এবং পরে ২৪ আগস্ট থেকে তিনি কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। সূত্র: যুগান্তর

লেখক মুশতাকের দাফন সম্পন্ন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যাওয়া লেখক মুশতাক আহমেদের
(৫৩) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে ১০টায় রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
এর আগে লালমাটিয়ার মিনার মসজিদে তার জানাজা হয়। জানাজায় তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় এলাকাবাসী অংশ নেন। পরে আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুশতাক আহমেদকে মৃত ঘোষণা করেন।
গত বছরের মে মাসে লেখক মুশতাক আহমেদ, কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর, রাষ্ট্রচিন্তার সদস্য দিদারুল ইসলাম ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক মিনহাজ মান্নানকে র্যাব গ্রেফতার করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এ সময় মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে র্যাব। সেই মামলায় দুজন জামিনে মুক্তি পেলেও মুশতাক ও কিশোরের জামিন আবেদন ছয়বার নাকচ হয়।
মুশতাক আহমেদ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার থানার ছোট বালাপুর এলাকার

মো. আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। তার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা ছিল। ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে তিনি এ কারাগারে বন্দি ছিলেন।
কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, সন্ধ্যায় কারাগারের ভিতর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন মুশতাক আহমেদ। এ সময় তাকে কারা হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে মুশতাক আহমেদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্র: যুগান্তর

তিন কিশোর বন্দি হত্যা মামলায় ৪ কর্মকর্তাসহ অভিযুক্ত ১২

যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের তিন বন্দি কিশোর হত্যা মামলায় কেন্দ্রের চার কর্মকর্তাসহ ১২ জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা। এদের মধ্যে আট জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক চারজনের নামে দোষীপত্র দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া একজনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
৯ ফেব্রুয়ারি এ চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়। শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা চাঁচড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর রকিবুজ্জামান।
অভিযুক্ত চার কর্মকর্তা হলেন-সাময়িক বরখাস্তকৃত সাবেক তত্ত্বাবধায়ক (সহকারী পরিচালক) আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (প্রবেশন অফিসার) মাসুম বিল্লাহ, ফিজিক্যাল ইনসট্রাক্টর একেএম শাহানুর আলম ও সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলর মুশফিকুর রহমান।
অভিযুক্ত কেন্দ্রের চার বন্দি কিশোর হলো গাইবান্ধার খালিদুর রহমান তুহিন, নাটোরের হুমাইন হোসেন, মোহাম্মদ আলী ও পাবনার ইমরান হোসেন।
অপ্রাপ্তবয়স্ক দোষীরা হলেন- চুয়াডাঙ্গার আনিস, কুড়িগ্রামের রিফাত হোসেন, রাজশাহীর পলাশ ওরফে শিমুল ও পাবনার মনোয়ার

হোসেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর রকিবুজ্জামান জানান, এ মামলায় ১৩ জন আসামি ছিলেন। তদন্ত শেষে এ ঘটনায় মোট ১২ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে চার কর্মকর্তা ও চার বন্দি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া অপর চার বন্দি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দোষীপত্র দেয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তদন্তে বন্দি কিশোর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সাময়িক বরখাস্ত কারিগরি প্রশিক্ষক (ওয়েল্ডিং) ওমর ফারুকের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। এ কারণে চার্জশিটে তার অব্যাহতির আবেদন জানানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের প্রধান প্রহরী নূর ইসলামকে মারপিটের জেরে ২০২০ সালের ১৩ আগস্ট যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের ১৮ বন্দি কিশোরকে কর্মকর্তাদের নির্দেশে নির্যাতন চালানো হয়। এ ঘটনায় বন্দি বগুড়ার শিবগঞ্জের তালিবপুর পূর্বপাড়ার নান্নু পরামানিকের ছেলে নাঈম হোসেন, খুলনার দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা সেনপাড়ার রোকা মিয়ার ছেলে পারভেজ হাসান রাব্বি ও বগুড়ার শেরপুরের মহিপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে রাসেল হোসেন মারা যায়। এছাড়া গুরুতর আহত হয় আরও ১৫ জন। ওই ঘটনায় নিহত পারভেজ হাসান রাব্বির বাবা রোকা মিয়া কোতোয়ালি থানায় ১৩ জনের নামে মামলা করেছিলেন। সূত্র: যুগান্তর

দর্শনা ফিলিং স্টেশন থেকে ট্রাক চুরি

দর্শনা ফিলিং স্টেশন থেকে একটি ট্রাক চুরির ঘটনা ঘটিছেয়ে একটি চোর চক্র। জনা গেছে গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে একটি হলুদ রঙ্গের ট্রাক যার নং ঝিনাইদহ ট ১১-১৪৩০ দর্শনা ফিলিং স্টেশন থেকে গাড়ির দরজা ভেঙ্গে একটি চোরচক্র গাড়িটা নিয়ে পালিয়ে যায়। সকাল বেলা ট্রাকের মালিক দর্শনা তেল পাম্পে গিয়ে দেখে তার গাড়িটা নাই। সাথে সাথে তেল পাম্প মালিককে জনালে তার সিসি ক্যামেরা দেখে বলে গাড়িটা ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে নিয়ে গেছে।

এ ঘটনায় গাড়ির মালিক দর্শনা কলেজ পাড়ার মৃত্য দ্বীন মোহাম্মদের ছেলে হাসান রেজা বাদলের কাছে জানতে চাইলে তিন বলেন গত পরশু দর্শনা কেরু’র চিনি নিয়ে কুষ্টিয়া গিয়েছিল, সেখান থেকে কুষ্টিয়ার বালি বোঝায় করে নিয়ে আসে আমার ড্রাইভার আলামিন। গাড়িটা আনলোড করে দর্শনা ফিলিং স্টেশনে রেখে দেয়। ভোরের দিকে গাড়িটা নিয়ে যায় একটি চোরচক্র। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি মাহাবব্বুর রহমান কাজল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং ট্রাকটি চুরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এ ঘটনায় ট্রাক মালিক দর্শনা থানায় একটি জিডি করেবে বলে জানায়।